

উন্নয়ন প্রকল্পে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মোঃ আবুল হোসেন*

Abstract: Development through the implementation of various projects is a buzzword in the context of developing world. As a developing country Bangladesh spends a lion share of its development budget for project development, initiation, conception and implementation purpose. But lack of effective participation of the project beneficiaries in the different phases of projects most of the project failed to achieve the intended goal. Social work is a profession originated in the western world with some distinct philosophy, vision and mission. In order to materialise its mission social worker practice in a variety of settings. In these diverse practice settings, social workers carry out a series of projects. In order to implement the projects smoothly with proper people's participation social workers adopt various strategies such as collectivization, establishing a dialogical relationship, consciousness-raising, redefining, advocacy etc. In this article attempt has been made to explore the various strategies of social work and their relevance in the contemporary Bangladeshi environment. It is the opinion of the author that in the context of Bangladesh project manager can effectively use the above mentioned strategies to ensure peoples participation and to make the development project a success.

জন অংশগ্রহণ কি ?

অংশগ্রহণ ধারণাটি প্রগতি, সমতা ও গণতন্ত্রের একটি কার্যকর কৌশল হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমানে বঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের কথা যারা ভাবছেন, তাদের চিন্তাচেতনায় অংশগ্রহণ একটি আবশ্যিক শর্ত হিসেবে সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। অংশগ্রহণকে তাই অনেকে বলে থাকেন মানুষের মৌলিক অধিকার।^{*} উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ কথাটি বেশ তাৎপর্য বহন করে। দেশের আপামর জনসাধারণ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা কারো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তখন তাতে জনগণের অংশগ্রহণ হিসেবে

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ও পি, এইচ, ডি গবেষক, ফেকাল্টি অব সোশাল ওয়ার্ক, উইলফ্রিড লরিয়র ইউনিভার্সিটি, ওয়াটারলু, অন্টারিও, কানাডা।

আখ্যায়িত করা যায়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় সব সমাজেই সার্বিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। যদুুর জানা যায়, প্রায় দেড় যুগ আগে ইউ, এস, এইড-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস কারিগরি ইনস্টিটিউটে এ সংক্রান্ত প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে ইউ, এস, এইড এর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। এশিয়ায়, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ এই কৌশলের ব্যাপকতা ও গভীরতা উপলব্ধি করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জনগণের অংশগ্রহণের নীতিকে কার্যকরভাবে গ্রহণ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশও ধারাবাহিকতার অংশীদার।^২

অংশগ্রহণ বলতে বুঝায় দলীয়ভাবে কার্যকলাপ সমাপনের কিছু পদ্ধতি বা প্রণালীতে লিপ্ত হওয়া। অংশগ্রহণ বুঝাতে বিভিন্ন মাত্রা ও উক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যথা, সমস্যা সনাক্ত করার জন্য অংশগ্রহণ ও গ্রাম পর্যায়ে তথ্য ও খবরাখবর জানার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণ, প্রকল্পের সুবিধা-অসুবিধা চিহ্নিত করার দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ, সম্পদ সঞ্চালন সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ, মুনাফা ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণ, প্রকল্পের পরিধারন ও মূল্যায়নের জন্য অংশগ্রহণ ইত্যাদি।^৩

The UNRISD promotes the concept of people's participation as "the organised efforts to increase control over the resources and regulative institutions in given social situations on the part of groups and movements of those hitherto excluded from such control".^৪

মূলত যে কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট জনগণ যখন সচেতনতা/ স্বতঃস্ফূর্ততা অথবা কারো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দায়িত্ববোধ সহকারে জড়িত হয় তাকে অংশগ্রহণ বলা হয়। এ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের ব্যাখ্যা হল অংশগ্রহণ বলতে সরকারি কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণের পরিবর্তে জনগণের কর্মসূচিতে সরকারের অন্তর্ভুক্তি বুঝায়।

উন্নয়ন প্রকল্প কি ?

দারিদ্র্যের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১২.৩২ কোটি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৩৪ জন।^৫ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক দরিদ্র, নিরক্ষর, অসংগঠিত এবং আয়ের উৎস ও ক্ষমতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ খুবই কম। বিগত ৩৫ বছরে পনেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার পরও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার প্রায় ২ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার ৭৬.৬১% গ্রামে ও ২৩.৩৯% শহরে বাস করে।^৬ পল্লী ও নগরে দরিদ্রাবস্থা বিরাজ করলেও চরম কেন্দ্রীকতা পল্লীতে সবচেয়ে বেশি। পল্লী এলাকায় ৫৩.১০ শতাংশ মানুষ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে সেখানে শহরে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা ৩৬.৬ শতাংশ।^৭ ২০০১ সালে এর মাথা-পিছু

বার্ষিক আয় ৩৯০ মার্কিন ডলার মাত্র (অর্থ মন্ত্রণালয়-২০০১), যেখানে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৪,৬২০ মার্কিন ডলার।^৮ দু'শ বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলশ্রুতিতে এদেশের সনাতন সমাজ ও অর্থনীতি ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় এক পশ্চাৎপদ, পরনির্ভর, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও অর্থনীতি। ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর পঞ্চাশ দশক থেকে এদেশে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উন্নয়ন প্রচেষ্টা। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে উন্নয়ন কি? গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এর মতে “উন্নয়ন হচ্ছে অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অর্থাৎ যিনি অন্যের তুলনায় যত বেশি নিচে, তিনি তত বেশি অধাধিকার পাবেন।” উন্নয়নের সংজ্ঞা যেভাবেই প্রণীত হোক না কেন সাধারণভাবে উন্নয়ন হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে উন্নয়ন প্রকল্প কি? এক্ষেত্রে বলা যায়, আর্থ সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পই উন্নয়ন প্রকল্প। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টায় গৃহীত পদক্ষেপই হলো উন্নয়ন প্রকল্প।

সমাজ কর্ম কি এবং সমাজকর্মী কারা?

সমাজকর্ম একটা পরিশীলিত বিজ্ঞান যা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত ও বিকাশমান দেশসমূহে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অনুশীলন হচ্ছে। সমাজকর্ম সামাজিক মানুষের স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণ ও ভূমিকা পালন এবং স্বস্তিকর ও সন্তোষজনক জীবনমান অর্জন ও নিশ্চিতকরণে সহায়তাকারী সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বহুমুখী সামাজিক দায়িত্ব পালনরত এবং বহুমাত্রিক সামাজিক চাপের সম্মুখীন সমাজ সদস্যদের বিভিন্ন স্তরের সমস্যা লাঘবে সমাজকর্ম পেশাগতভাবে সাহায্য করে থাকে। সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবহিতৈষী দর্শন এবং পেশাগত দক্ষতা ও নৈপুণ্যভিত্তিক এমন একটি সাহায্যকারী পেশা, যা কতগুলো বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করে।

সমাজকর্ম পেশায় প্রশিক্ষিত হয়ে কোন সংগঠনের আওতায় অথবা ব্যক্তিগতভাবে জনগণকে সেবাদানকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে সমাজকর্মী বলা হয়ে থাকে। সমাজকর্মীরা সবসময়ই উন্নয়নের ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকর্মীগণ আধুনিক উন্নয়নমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যেক দেশেই সমাজকর্মীরা নিজেদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনকারী এবং পরিবর্তনকারী হিসেবে মনে করে। সামাজিক মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষম ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলা এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান সমাজকর্মীরা পেশাগতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যান্য পেশার পাশাপাশি সমষ্টি সমাজকর্ম, সমাযোজন ও কর্মসূচি রূপায়ণে তারা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন ও পথপ্রদর্শক, পরিবর্তনকারী ও সংযোগবিধানকারী হিসেবে কাজ করেন। সমাজকর্মীরা তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সংগঠিত করে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

গতানুগতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও এর সীমাবদ্ধতা

বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং বিশেষ করে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উন্নয়ন নীতির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন রাষ্ট্রীয় কর্মধারার একটি প্রধান দিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এ সব দেশের পরিকল্পনা পদ্ধতিতে প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হয়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ যেখানে সম্পদ সীমিত এবং উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ অনুসরণ করা হচ্ছে, সেখানে প্রকল্প হলো উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি অন্যতম হাতিয়ার।^৯ একথা সত্য যে, একটি উন্নয়নশীল দেশে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র বিমোচন করতে হয় তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে সাধারণত মধ্যম মেয়াদী (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এ যাবৎ কোন সাড়া জাগানো (Remarkable) সাফল্য তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। অনুসৃত উন্নয়ন প্রক্রিয়া কি এর জন্য দায়ী বিষয়টি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে বৈকি।^{১০}

গতানুগতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা প্রকল্পের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ খুবই সীমিত। তারা এগুলোকে নিজেদের ভাবতে পারে না। জনগোষ্ঠীর যে অংশের জন্য এবং যাদের নামে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে তারা এর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আদৌ সম্পৃক্ত নন।^{১১} ফলে পরিকল্পনা প্রণয়নের মত বাস্তবায়নও থেকে যাচ্ছে সরকারি কাজ হিসেবে। জনগণ কেবল দূরে থেকে তা দেখে। অংশগ্রহণ তো দূরের কথা অনেক সময় প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানতে না পেরে নানা বিভ্রান্তিতে ভোগে, যা তাদের আচরণকে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক করে তোলে। একথা সত্যি যে, জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন অর্থহীন।^{১২} স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা প্রকল্পের সংগে জড়িত সাতটি সংস্থার উপর একটি সমীক্ষা মূল্যায়নে বলা হয়েছে, “এ সংস্থাগুলো অংশগ্রহণ, পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের ভূমিকা বিস্তৃত করবার ক্ষেত্রে খুব কমই দৃষ্টি দিয়েছে।”^{১৩} এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যে, প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে টার্গেট গ্রুপ এর অংশগ্রহণের অভাবে তার বেশিরভাগই কার্যকর হতে পারে নাই।^{১৪} পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও (১৯৯৭-২০০২) বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে যে, “Successive five year plans of the country, therefore, had emphasized rural development with focus on the poor.....but in the implementation of this objective, the success was rather limited mainly due to the existence of a number of special constraints, at the top of which was the lack of participation by the stake holders-the poor themselves”.^{১২}

সুবিধা ভোগীদের অংশগ্রহণের উন্নয়ন; চলমান কৌশলের ব্যর্থতা এবং সমাজকর্ম কৌশলের প্রায়োগিকতা

সূত্রাং দেখা যাচ্ছে যে, চলমান অনুসৃত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কোথাও না কোথাও ফাঁক রয়েছে। ব্যাপক গণদারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি, বেকারত্ব, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য রোধের কার্যকর পন্থা হিসেবে এ দেশে প্রয়োজন একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন, যার প্রেক্ষিতে একটি ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন এর ধারা সূচিত করা সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে এর জন্য প্রয়োজন সচেতন মানুষ, সচেতন সমাজ, পেশাদার শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজ পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ দরিদ্র, বঞ্চিত, শোষিত শ্রেণীর মুখপাত্র একদল আন্তরিক কর্মীর। এক-কেন্দ্রীক বিশ্ব ব্যবস্থায়, রাজার অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট, বিশ্বায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষায় বন্ধপরিকর প্রশিক্ষিত সমাজ কর্মীরাই পারে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে। কানাডা, আমেরিকা, যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য উন্নত দেশে সমাজ কর্মীরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পেশার সামাজিক স্বীকৃতি এবং গ্রাহকদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজকর্মকে একটি মানবহিতৈষী আধুনিক পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কিন্তু বাংলাদেশে সমাজ কর্মকে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কারণে পেশাগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিয়েও সমাজকর্মীরা উপেক্ষিত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ পেশার মানুষরা যে অসামান্য অবদান রাখতে পারে এটা নীতি ও পরিকল্পনাবিদদের অনেকের নিকটই অজ্ঞাত।

কল্যাণকামী মানুষের ধর্মীয় প্রেরণা ও মানবিক আন্তরিকতা প্রসূত সাহায্য প্রচেষ্টাতেই উণ্ড হয়েছে আধুনিক সমাজকর্মের বীজ। কালের আবর্তে মানব ও সমাজ জীবনে এসেছে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং ঐ সমস্ত পরিবর্তন প্রসূত বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সমাজকর্মের দৃষ্টিভঙ্গী, দর্শন ও কলাকৌশল। কালের পরিক্রমায় পরিবর্তনের সূত্র ধরে সমাজকর্ম রূপান্তরিত হয়েছে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি মানবহিতৈষী পেশায়। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে কার্যকর, অর্থপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী জীবন লাভে সাহায্য করার প্রয়াসে মানবধর্মী দর্শন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পেশাভিত্তিক দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল এ পেশা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।^{১৬} জাতীয় প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশসহ (তদ্রূপ) অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশে সমাজকল্যাণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের ফলে প্রতিকারমূলক সমাজকল্যাণ কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ও উন্নয়নমূলক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রচলনের মাধ্যমে গোটা সমাজকল্যাণ ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ পর্যায়ে সমাজ ও সমস্যা সম্পর্কে বিশেষত দারিদ্র্য মোকাবেলা ও উন্নয়নে দরিদ্রের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সর্বাধুনিক তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটেছে সমাজকল্যাণ, সমাজকর্ম প্রশিক্ষণে। পাশাপাশি সমাজ কর্মকৌশলেও আধুনিক অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন উপাদানের সংযোজন ঘটেছে।^{১৭}

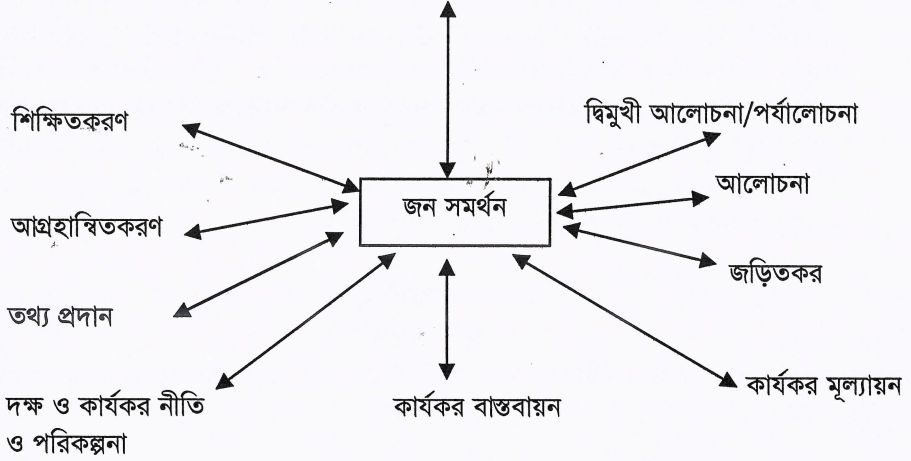
একটি ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার জন্য আগ্রহ আজ নতুন কোন বিষয় নয় (Beresford & Croft, 1980)^{১৮} সেবা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যক্তি ও দলীয় অংশগ্রহণের ১৯৬৮ সালের শিবোম রিপোর্ট (Seeborn Report, 1968)^{১৯} বিষয়টি

তুলে ধরা হয়েছে। প্রগতিশীল সমাজকর্মীরা সব সময়ই অংশগ্রহণের বিষয়টিতে উচ্চকিত থেকেছেন। Mayer I Timmes, 1970²⁰ তাঁদের The client Speaks নামক প্রকাশনায় “সাহায্য প্রার্থীদের ইচ্ছাই সর্ব প্রথম বিবেচ্য বিষয় হবে” বলে ব্যাপক প্রচারণা চালান। ১৯৮০ সালের সরকারি বিবৃতিতে যে, প্রতিশ্রুতি ছিল সেখানেও জন অংশগ্রহণ, ভোক্তার ইচ্ছা ও পছন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলোর আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে জনগণের এখন সমাজকর্মের উপর সমালোচনা করা, মন্তব্য করা, ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দিয়ে সমন্বয়ে সহযোগিতা করার অধিকার রয়েছে। নিম্নে এ প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশলের প্রায়োগিকতা আলোচনা করা হল।

উদ্বুদ্ধকরণ

সামাজিক উন্নয়নের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ একটি অতি আবশ্যকীয় উপাদান। সামাজিক কুসংস্কার, কুশিক্ষা ও গোড়ামী দূর করে অশিক্ষিত, দুঃস্থ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নততর স্বপ্ন দেখানোর যে কাজটি তা সুষ্ঠুভাবে পালন করার দায়িত্ব বর্তায় সমাজকর্মীর ওপর। সমাজকর্মী কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দিতে চান না তাই তিনি IEM (Information, Education, Motivation) পদ্ধতিতে ব্যক্তির মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়াস চালান (সারণি-১) যেমন, সমাজকর্মী যদি বুঝাতে পারেন যে, কৃষিক্ষেত্রে গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির ত্রুটিপূর্ণ দিক যেমন, অধিক সময়, শ্রম, লোকবল লাগা সত্ত্বেও উৎপাদন কম পক্ষান্তরে, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে এর তুলনায় তিন গুণ বেশি উৎপাদন সম্ভব এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখাতে পারেন তবে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা আসবে এবং জনগণ পুরাতন সেকেলে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তনে প্রয়াসী হবেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী Social educator এর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এভাবে সমাজকর্মী ব্যক্তির understanding level কে উন্নত করে তাঁর perception level কে উন্নত করেন। সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের মধ্যে যথার্থ চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমষ্টির সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সমষ্টিকে প্রণোদিত করা। যাতে দুর্বল, অসহায় ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী সংগঠনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি এবং নিজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হয় আর সাথে সাথে নিজের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার জন্য প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাকে সংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

সারণি-১ সমষ্টি উদ্ভুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া



সূত্র : D. Paul Choudhury (1980) A Hand Book of Social Work.

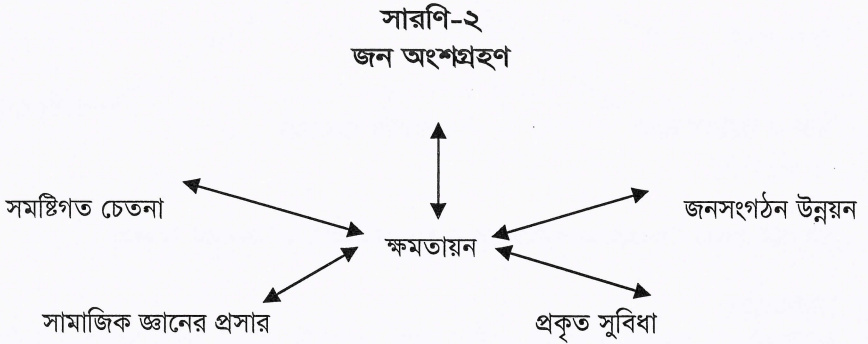
সচেতনায়ন

অদৃষ্টবাদীতার কারণে আমাদের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক সময় উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তারা মনে করে তাদের অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব তাই এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর প্রধান কাজটি হবে তাকে অদৃষ্টবাদের কবল থেকে উদ্ধার করা অর্থাৎ জীবন ও জগতের প্রতি তার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের স্থলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধে তাকে উজ্জীবিত করা, তার মনে এ বিশ্বাসের জাগরণ ঘটানো যে, তার এ দুর্দশা পীড়িত অবস্থা ঈশ্বর সৃষ্ট নয়, সমাজ সৃষ্ট আর এ জন্যই তা বদলানোও সম্ভব। সুতরাং সবচেয়ে প্রথমেই প্রয়োজন হচ্ছে জনগণকে সার্বিকভাবে সচেতন করে তোলা তাঁদের পারিপার্শ্বিকতা, তাঁদের চাহিদা, তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কিভাবে অংশগ্রহণ করবে, কারা জনগণকে ঠকাচ্ছে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করছে, শোষণের প্রক্রিয়াগুলো কি রকম, কিভাবে শোষকদের মোকাবেলা করা যাবে, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলাই হচ্ছে প্রাথমিক কর্তব্য। নানা রকম বাস্তব প্রয়োজনের জন্যে দরিদ্র শ্রেণী ধনীদেব ওপর নির্ভরশীল। চলমান সামাজিক কাঠামো এই নির্ভরতার জন্য দিয়েছে সুতরাং মানসিক পরনির্ভরতার অবসানার্থে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

টার্গেট গ্রুপ ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প

কালের বিবর্তনের প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে এটা পরিষ্কার যে, উন্নয়ন কৌশলকে কার্যকর করতে এবং উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে টার্গেট গ্রুপ বা লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর সক্রিয়

অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আর তাই, গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচন কৌশলকে শাণিত করার জন্য সাম্প্রতিককালে উন্নয়নকর্মী, উন্নয়ন তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ (Participation) সচেতনায়ন, (Conscientization) ক্ষমতায়ন, (Empowerment) প্রভৃতি ধারণা ব্যবহার করে থাকে। এই কৌশলের আওতায় শুধুমাত্র গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে যেমন, প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর, দুঃস্থ মহিলা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে টার্গেট গ্রুপ হিসেবে সংগঠিত করে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামীণ দরিদ্ররা তাঁদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য এই কৌশলের মাধ্যমে সমবেত হচ্ছে এবং নিজেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যার ফলশ্রুতিতে সমাজে তাদের ব্যাপক ক্ষমতায়নের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। (সারণি-২)



সূত্র : Bill LEE (1980) Pragmatics of social work, McGraw Hill Press, Canada.

সমাজকর্মীর প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবার, শিক্ষা বহির্ভূত শিশু, স্বামী পরিত্যক্তা, নারী ও বেকার যুবকদের মত অবহেলিত গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং গ্রামীণ উন্নয়নে তাদের নিয়োজিত করা যা কিনা তাদেরকে আয়-উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। ব্যক্তি মানুষের উন্নয়ন ও মুক্তি নির্ভর করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার অংশগ্রহণের ওপর। ব্যক্তি মানুষকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কিভাবে নিয়োজিত করা সম্ভব এ দায়িত্ব বর্তায় সমাজকর্মীর ওপর। উদ্দেশ্য বিত্তহীন জনগোষ্ঠী যাতে স্বাবলম্বী হয়ে নিজেরা তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে।

টেকসই/দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন

সমাজকর্মী সব সময়ই টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসী। যেহেতু জনগণের মাঝেই তার অবস্থান এবং জনগণের সাথেই তিনি কাজ করেন তাই এক্ষেত্রে প্রকল্পের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা (Social Acceptability) এবং স্থায়ীত্ব (Sustainability) বৃদ্ধি পায়। সমাজকর্মীর কাজ হল জনগণের কর্মক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতার ব্যাপ্তি ঘটিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা। যাতে সমাজকর্মী প্রকল্প এলাকা হতে সরে গেলেও এলাকাবাসী / উপকারভোগীরা প্রকল্পের দেখাশোনা এবং পরিচালনার ভার নিতে পারে এবং চূড়ান্ত ফলশ্রুতিতে

বাইরের সংস্থার উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা কমে যেতে থাকে। পরবর্তীতে তারাই স্বউদ্যোগী হয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজে হাত দিতে পারে। (সারণি-৩)

সারণি-৩ অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

সমষ্টির জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা বিশ্লেষণ
সমষ্টির জনগণের মূল্যবোধ, মনোভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া
জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তা গ্রহণ সমর্থন নিয়ে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের সদ্যবহারকরণ
জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাদের সমর্থন নিয়ে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ।
স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দুস্প্রাপ্য সম্পদের (বাহির থেকে) সমাবেশ করণের মাধ্যমে জনগণের আগ্রহকে জাগরিত ও ধরে রাখা
জনগণের হাতে পুরো প্রকল্পের দায়িত্ব হস্তান্তর করণের লক্ষ্যে সীমিত সহায়তা (Aided Guidance) প্রত্যাহার
উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে মাঝে মাঝে খোজ খবর নেয়া
সীমিত সহায়তা (Aided Guidance) অব্যাহত রেখে জনগণের হাতে প্রকল্পকে ছেড়ে দেয়া
সামষ্টিক ব্যবস্থাপনায় সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্ভব

সূত্র : S. N. Mishra (1975) Participative Management and Rural Development, Sage Publications, India.

ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠী স্বয়ম্ভরতার মাধ্যমে সমষ্টিতে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন সমাজকর্মীর লক্ষ্য। পরনির্ভরশীলতা মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে ধ্বংস করে। তাই সমাজকর্মী সমষ্টির জনগণের সৃজনশীলতার বিকাশে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

স্থানীয় নেতৃত্বকে জড়িত করণ

সমষ্টি উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলে সরকারী বা বেসরকারি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নেতৃত্বের একটা ভূমিকা রয়েছে। গ্রামের লোক-জনের যেকোন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পূর্বে এসব নেতৃত্বের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এসব নেতৃত্বের অবজ্ঞা করে গ্রাম-বাংলায় কোন কর্মসূচি চালু করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই কর্মীকে সমষ্টির নেতৃত্বদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। শুধু যে সব নেতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে খুঁজে বের করলেই হবে না, যাদের নেতৃত্ব প্রদান করার মত যোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভা আছে তাদেরকে খুঁজে বের করে প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষণ প্রদান করে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। (সারণি-৪) কোন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব সহযোগিতা করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসলে তাদের সমর্থকরাও সে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। নেতৃত্বদের আন্তরিক অংশগ্রহণ প্রকল্পের অগ্রগতির সোপান হিসাবে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, গ্রামের মাতব্বর, স্কুল শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা বা মসজিদের ইমাম, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, বিভিন্ন সমিতি বা সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিগণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং তাদের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেজন্য সমাজকর্মীরা এই ধরনের নেতাদের সনাক্ত করে তাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজন বোধে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন।^{২১}

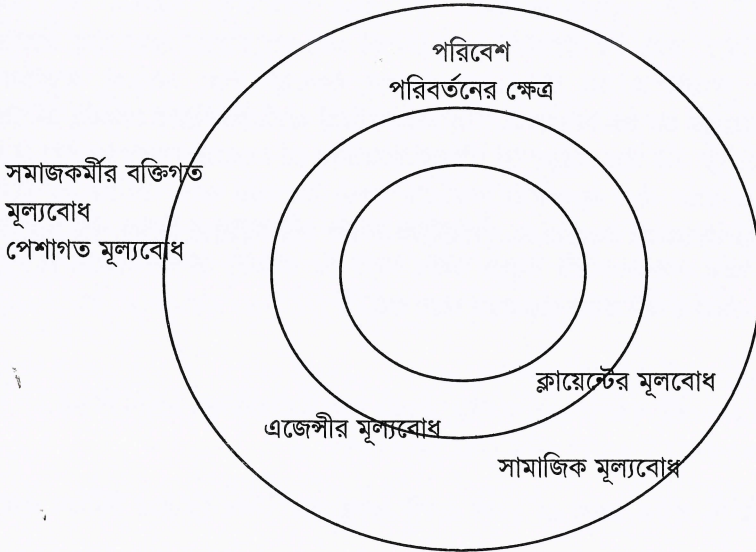
মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব নিরসন

যে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সমাজের মূল্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় সমষ্টি জনগণ তাদের মূল্যবোধের সাথে কর্মসূচির লক্ষ্যের সমন্বয় ঘটাতে পারে না তাই এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা খুব দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক সমাজে যুগ যুগ ধরে যে মূল্যবোধ গড়ে উঠে বাস্তবতার ভিত্তিতে তা কোন না কোন দিক থেকে মূল্যবান এবং ঐতিহ্যগতভাবে তা সংশ্লিষ্ট সমাজের সংস্কৃতির অংশ। সমাজকর্মের উৎপত্তি পাশ্চাত্যে হওয়ায় তাঁদের মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, আচার ঐতিহ্যের প্রভাব থাকাটাই এ পেশায় স্বাভাবিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামাজিক আচার, ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং কি পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিস্তার ফারাক। ফলশ্রুতিতে সমাজকর্মের মূল্যবোধের সাথে আমাদের দেশীয় সামাজিক ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটা দেশের মূল্যবোধই সে দেশের মানুষের নিকট অনুসরণীয়। তাই সমাজকর্মের অনেক মূল্যবোধই রয়েছে যা আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরাসরি প্রয়োগ করা কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সমাজকর্মীকে অনেক সময়ই নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হয়।

সমাজকর্মী যখন ব্যক্তির সমস্যায় নেতিবাচক মূল্যবোধের প্রভাব লক্ষ্য করবেন তখন তিনি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই নেতিবাচক মূল্যবোধের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য সচেতন হবেন এবং এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মূল্যবোধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে পারেন অথবা ব্যক্তির নিজের মূল্যবোধ সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে অথবা

সমাজ জীবনে তার অনুসৃত মূল্যবোধের ফলাফল কি হতে পারে সে সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করতে পারেন। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার নিজের মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে অন্য দিকে তার মূল্যবোধের মধ্যে যে কিছু অসংলগ্নতা রয়েছে সে সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রদান করত তাকে সচেতন করে তা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করত সমাজের কাজিক্ত মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তির মূল্যবোধের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে মূল্যবোধের এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। যেমন, সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মূল্যবোধ, সমাজকর্মীর নিজস্ব মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।^{২২} (সারণি-৫)

সারণি-৫



সূত্র : Armando Morales and Brandford W. Sheafor (1980) – Social Work-A profession of Many Faces.

দেশীয় ধ্যান ধারণায় পুঁট লাগসই প্রকল্প

ডঃ ইউনুসের মতে বাংলাদেশ হলো হাজার হাজার অসমাপ্ত, পরিত্যক্ত এবং পরিকল্পিত প্রকল্পের কবর স্থান। এই ব্যর্থতার পিছনে যে, কারণটিকে তিনি দায়ী করেছেন সেটি হল পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা ধ্যান-ধারণাকে সরাসরি আমাদের দেশে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। আমাদের জনগণের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা, অগ্রাধিকার প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ফলেই যে এমনটি ঘটেছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর জনসাধারণ যদি প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করতে না পারে তাহলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রকল্পের গোড়া থেকেই সাধারণ

মানুষের সাথে এগুলোর একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই যা সহযোগিতার বদলে সাংঘর্ষিক সম্পর্কের রূপ ধারণ করে। সমাজ কর্মীরা সব সময়ই মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিতে ও সামাজিক বৈচিত্র্যের নীতিতে বিশ্বাসী।^{২৭} তাই প্রকল্প এলাকার কৃষি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয় এমন প্রকল্প গ্রহণ তাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

অধাধিকার নির্ধারণ

সমষ্টির লোকের অনেক প্রকারের প্রয়োজন থাকতে পারে। বিভিন্ন সমষ্টিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন ও সমস্যা থাকে। সকল প্রয়োজন এক সঙ্গে মেটানো বা সকল সমস্যা একসঙ্গে সমাধান করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন কোন কর্মসূচি সর্বাত্মক বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে। ভারতীয় সমাজকর্মী মিশরা বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।^{২৮} The identification of the priority needs of the community may be treated as second pre-requisite and the social welfare workers in the area must design the social welfare programmes so as to meet the identified and realistic needs of the community. At the stage of identification of community needs it is desirable that the opinion leaders both formal and informal area involved in such exercise. বিষয়টিকে আরও পরিস্কারভাবে বললে বলা যায় যে, মনে করা যাক একজন সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীর নিকট যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা দিয়ে নিম্নের যে কোন একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব যথা :^{২৯}

- ১। একটি হাসপাতাল নির্মাণ
- ২। একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধার জন্য উপকূলে বাধ নির্মাণ কিংবা
- ৩। একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীর ওপর পুল নির্মাণ।

উপর্যুক্ত তিনটি প্রকল্প থেকে যে কোন একটি প্রকল্প অধাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে।

এমতাবস্থায়, সমাজকর্মীকে অত্যন্ত ভেবে চিন্তে সর্বাধিক জনসাধারণের উন্নয়নের দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সমর্থন প্রদান

এটা সত্য যে বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে জনগণ নিরক্ষর, অসচেতন এবং অধিকার বঞ্চিত সেখানে বহু ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করানোর উদ্যোগ নেয়াটাই জটিল। কারণ আমাদের মত সমাজে এ ধরনের জন অংশগ্রহণের শক্তিশালী প্রচলন বা কৃষ্টিগত ধারণা নেই। তাই এক্ষেত্রে জনগণকে সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলার বিষয়টি সর্বাঙ্গে চলে আসে। Croft তাঁর A participatory approach to social work প্রবন্ধে সমর্থনের পক্ষে পাঁচটি প্রয়োজনীয় উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন^{৩০} :

- ক) ব্যক্তিগত উন্নয়ন : জনগণের প্রত্যাশা, দাবী, ব্যক্তিগত উদ্যম ও বিশ্বাসকে বাড়ানো;
- খ) দক্ষতা উন্নয়ন : অংশগ্রহণের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করা এবং নিজস্ব বিকল্প প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করা;
- গ) বাস্তব সমর্থন : তথ্য, শিশু যত্ন, আলোচনা কেন্দ্র, ওকালতি, যোগাযোগ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা;
- ঘ) সম সুযোগের সমর্থন দান : অক্ষম, বোবা, অক্ষর-জ্ঞানহীনদের জন্য মৌলিক সমর্থন ছাড়াও সমসুযোগে সমর্থন দান;
- ঙ) মিলেমিশে এবং দলীয় প্রক্রিয়ায় কাজ করার জন্য সমর্থন দান : প্রশাসনিক ব্যয়, কর্মীদের বেতন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন খরচ ইত্যাদিতে সমর্থন দান।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট/রাজনৈতিক/ব্যক্তিগত/সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন

বাংলাদেশের গ্রামীণ নেতৃত্ব এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বেরই প্রতিচ্ছবি। এদেশের গ্রামীণ নেতাদের প্রায় সবাই জনসাধারণের কাছে শোষণ ও দুর্নীতি পরায়ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আর একারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রামাভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো শক্তিশালী গ্রামীণ নেতৃত্ব আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমন কি গ্রাম্য টাউট শ্রেণীর বাইরে অধিকার সচেতন, ন্যায় পরায়ণ, দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও উদ্যমী নেতৃত্ব খুঁজে বের করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।^{২৭} কিন্তু গ্রাম বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সৎ ও যোগ্য গ্রামীণ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য।^{২৮}

প্রত্যেক এলাকা বা সমষ্টিতে বিভিন্ন দল উপদল থাকে। সমষ্টি সংগঠন কর্মীকে সকল দলের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে হয়। কোন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটির সদস্যদের মধ্যেও দলাদলি থাকতে পারে। একথা সত্যি যে, উদাসীনতা থেকে বিরোধিতা অনেক দিক দিয়ে ভালো। কোন এলাকার লোকেরা যদি কর্মসূচি বা প্রকল্পের কার্যাবলীর ব্যাপারে উদাসীন থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা এসব ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখে না বা কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে না বা তারা এক্ষেত্রে সচেতন নয়। আবার কোন এলাকায় যদি জনগণ কোন কোন ব্যাপারে বিরোধিতা করে তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে। কাজেই তাদেরকেই বুঝিয়ে বলতে পারলে তারা কর্মসূচি পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। তাই সমষ্টি সংগঠন কর্মী সমষ্টি সংগঠনের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করে বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসূচিকে জোরদার করে তুলতে পারেন।^{২৯}

গ্রামীণ এলাকায় রাজনৈতিক এবং গোষ্ঠীগত দলাদলি, শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি উন্নয়ন কর্মসূচিতে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, এক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে পড়ে। সমষ্টি সংগঠন কর্মীকে এব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। অনেক সময় বিভিন্ন কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে

তর্কবিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা হয়ে থাকে। কজেই কর্মীকে দু-পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া করে উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে এ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। এসমস্ত সমস্যা যত ক্ষুদ্রই হোক তা কোন সময়ই অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ এ ধরনের সমস্যা প্রাথমিক ভাবে ক্ষুদ্র মনে হলেও পরবর্তীতে কর্মসূচিকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করে।

সামাজিক সংগঠন/গণসংগঠন সৃষ্টি

উন্নয়ন এবং জনতত্ত্বায়নের শর্ত অংশীদারিত্ব, অংশীদারিত্বের শর্ত সচেতনতা, সচেনতার শর্ত সংগঠন। ভূমিহীন, শ্রমজীবী, নির্যাতিত নারীর নেতৃত্বে গড়ে উঠা সংগঠনই জনসংগঠন। গণমানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠন। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষমতাহীন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের কোন বক্তব্য নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, গতানুগতিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে হবে এবং নিজেদের হিস্যা আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। এ ব্যাপারে সমাজকর্মীগণ সামাজিক কার্যক্রম কৌশলের মাধ্যমে জনমত সংগঠন, কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনটি কৌশলের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে:- ৩০

- ক) সংগঠিত জনগণকে চাপ সৃষ্টিকারী (Pressure group) দল হিসেবে সক্রিয় করা;
- খ) রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জনগণকে সংগঠিত করা; এবং
- গ) সরকার / রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগী হিসেবে কাজ করা।

স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ

পরিকল্পনাবিহীন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে একদিকে যেমন সমষ্টির সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব নয় তেমনি সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ করাও সম্ভব নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর কর্মসূচির সফলতা যেমন অনেকাংশে নির্ভর করে তেমনি পরিকল্পনা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণের ওপরও কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। কেননা জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। তাই সমষ্টি পরিকল্পনায় সমষ্টির জনগণ, বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। সমষ্টি পরিকল্পনায় সমষ্টির সমস্যা, সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকবে যাতে জনগণ সঠিক অর্থে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পন্থা খুঁজে পায়। সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার, দায়িত্ব এবং স্বার্থ সমষ্টি পরিকল্পনায় নির্ণীত থাকবে। সুতরাং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি সুসংগঠিত উপায় যার মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের অর্থবহ কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে এবং জনগণ তাদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানে নিয়োজিত হতে পারে তার ধারাবাহিক পন্থা নির্দেশ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে, পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা মূলত উপর-নীচ প্রক্রিয়া এ ধরনের পরিকল্পনা হল কেন্দ্রীয়ভাবে পরামর্শমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া যা একদিকে যেমন স্থানীয় সমস্যা, সম্পদ ও চাহিদা নিরূপণে ব্যর্থ হয় তেমনি জনগণের বিশেষ করে ভূমিহীন, গরীব, মহিলা, এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে না। তাই সমাজকর্মী এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা করে থাকেন। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বলতে এমন পরিকল্পনাই বুঝায় যা স্থানীয় সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়ে থাকে এবং জনগণের বিশেষ করে গরীব জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নে সবচেয়ে বড় শ্লোগান হল (Participation and enrich) অর্থাৎ অংশগ্রহণ এবং সমৃদ্ধি। নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসূচিকে তার লক্ষ্যে পরিচালিত করার মানসে এবং জনগণকে স্বাবলম্বী করার দৃঢ় প্রত্যয়ে সমাজকর্মী জনসমষ্টির অংশগ্রহণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমাজকর্মী বিশ্বাস করেন দয়াদাক্ষিণ্য কারো জীবনে উন্নতি আনতে পারে না। দান খয়রাত ফেবল মানুষের উদ্যোগকেই নষ্ট করতে পারে। এটা মানুষের মর্যাদাবোধকে হরণ করে নেয়। সমাজকর্মীরা বিশ্বাস করে কোন একটি দেশের দারিদ্র্যের মূল কারণ সম্পদহীনতা নয় বরং জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব সচেতনতা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অভাব। জনগণই যে কোন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষই প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিতে ত্বরান্বিত করতে পারে। জনসংখ্যা, বেকারত্ব, অপুষ্টি, অশিক্ষাসহ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত আজকের বাংলাদেশ। সমাজকর্মীরা মানুষের ক্ষমতায়, সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাসী তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের সাধারণ মানুষের শ্রম, উৎসাহ ও কর্মোদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এ দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত এবং একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা বাস্তবতাবর্জিত, কাল্পনিক কোন ব্যাপার নয়।

তথ্যপঞ্জি

হক নাজমুল (১৯৯৫) রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজ, উন্নয়ন ভাবনা, ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এফেয়ার্স, জুন

Harry Blair, "Participatory Rural Development" in Hasnat Abdul Haye (ed.) Decentralisation, local Government institution and Resource Mobilisation, (Comilla, BARD. 1985)

Hamid M. A (1990) Rural Development in Bangladesh, Muhammad Brother, Dhaka.

B. Dillon and M. Stiefe, Making the concept Concrete: United Nations resarch Institute for Social Development participation Programme, "In reading Rural development Communicatios, Bulletin 21 (University of Reading), 1987.

হোসেন মনির, বেকারত্ব বেড়েই চলেছে, চাকুরী যেন সোনার হরিণ, দৈনিক যুগান্তর, ২৯ জুলাই, ২০০৩।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০১, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

সফিকুজ্জামান, কার নির্দেশে চলছে বাংলাদেশের অর্থনীতি, দৈনিক আজকের কাগজ, সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

মাহবুবুজ্জামান, আ, ক, ম (২০০১) বাংলাদেশের দারিদ্রের গতিপ্রকৃতি এবং দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম, লোক প্রশাসন সাময়িকী, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাভার, ঢাকা।

হোসেন মোঃ আবুল ও হোসেন মোকাম্মেল, (১৯৯৯) উন্নয়ন প্রসঙ্গ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, গতি ধারা প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

ইসলাম মোঃ আজহারুল, (১৯৯১) স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ, উন্নয়ন বিতর্ক, ১০ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

আলম এম, খোরশেদ (১৯৯৭) বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা : প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং উন্নয়ন, উন্নয়ন বিতর্ক, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন।

Josep Lapa Lam bara, "An Over view of Bureaucracy and Political Development in Josep Lapa Lam bara (ed). Bureaucracy and Political Development (1965). Princeton University Press.

আনু মুহাম্মদ (১৯৮৮) বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল, প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা।

Maksudur Rahman, (1991) Rural Development in Bangladesh: Issues and Problem (An Unpublished Research work) Rajshahi University.

Fidftth Five Year Plan (1997-2002) Bangladesh Planning Comission Ministry of finance, June 1997.

তাহের এম, এ, (১৯৯২) বাংলাদেশে সমাজকর্মের উৎপত্তি বিকাশ, স্মরণিকা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মিয়া আহমাদুল্লাহ, (১৯৯২) সমাজকল্যাণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত স্মরণিকা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Beresford. P and Croft, S. Community Control of Social Services Development, London: Battersea Community Action.

Seebohm Committee (1968) Report of the Committee on Local Authority and Allied Social Services, Cmnd 3703, London; HMSO.

Mayer, J. E. and Timms, N. (1970) "The Client Speaks", London Routledge & Kegan Paul.

রহমান মোঃ হাবিবুর (১৯৮০) সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোমেন মোঃ আব্দুল, (১৯৮৯) পরিবার পরিকল্পনায় জনসমষ্টির অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা ও পরিবার পরিকল্পনা : সমাজ উন্নয়ন সমাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিত। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আদনান স্বপন, (১৯৯৪) জনগণের অংশগ্রহণ, ফ্যাপ প্রসঙ্গে এনজিওদের ভূমিকা একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন, অক্সফাম, ঢাকা।

Mishra, (1975) Participative Management and Rural Development, Sage Publications, India.

আলম খুরশীদ, (১৯৮১) উন্নয়ন মূলক সমাজ বিজ্ঞান, মিনাভা প্রেস, ঢাকা।

Suzy Croft & Peter Beresford "A participatory Approach to Social Work" in Practising Social Works Edited by Christofer Henvey and Terri Filipot, (1970) State University of New York Press

আকবর মোহাম্মদ আলী, (১৯৮৪) বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য মোচনের প্রচেষ্টা, সমাজকর্ম সাময়িকী, সমাজকর্ম সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উদ্দিন মোঃ জালাল ও করিম রবিউল কে, এম, (২০০০) বাংলাদেশের গ্রামীণ নেতৃত্ব ও সমাজকর্মীর ভূমিকা, সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, হাবিবুর (১৯৮০), প্রাগুক্ত।

ইসলাম মোঃ আজহারুর, (১৯৯১) স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ, উন্নয়ন বিতর্ক, ১০ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর।

লোক-প্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্নাল। প্রতি ইংরেজি বছরের মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক-প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্নাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে অথবা kazihasaniam@yahoo.com e-mail address-এ প্রবন্ধের সফট কপি প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটারে কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ বাংলা কম্পোজঃ “বিজয় সুতর্নি” এবং ইংরেজি কম্পোজঃ “টাইমস নিউ রোমান” ফন্ট।
- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।
- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- মূল কপি সহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভার পেজে) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।
- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে যুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজিতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা ইত্যাদি প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।
- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।
- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (২৫০ থেকে ৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।